

Bank IT viva

#Viva_BankIT

#ভাইভা_ব্যাংক_আইটি

Hellow Folks, Assalamualaikum.

২০২০ সাল ভিত্তিক ৫ ব্যাংক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার পদের রিটেন রেজাল্ট আজ প্রকাশিত হয়েছে, ভাইভা শুরু ২৩ তারিখ। আজ থেকে প্রতিদিন নেক্সট কয়েকদিনে আমার নিজের ফেস করা কয়েকটা ভাইভার অভিজ্ঞতা শেয়ার করবো।

(১) Assistant Programmer, Based on 2019 Year, Number of Post: 76

সালাম দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার পর রেগুলার ইন্ট্রোডাকশন (নাম, পড়াশোনা, বর্তমানে কি করি)। এরপর থেকেঃ

১। কোন পোস্টের জন্যে ভাইভা দিতে আসছো?

২। ব্যাংকগুলার নাম বলো।

৩। Internet এবং Intranet এর মধ্যে পার্থক্য কি? উদাহরণ দাও।

৪। ATM কি? (আমি Automated Teller Machine বলে শেষ করার আগেই বলতেছিলো এটা না, নেটওয়ার্কের টার্মে ATM কি সেটা বলো -> এটা আসলে Asynchronous Transfer Mode এন্সার)

৫। ATM এর লেয়ার গুলো কি কি? এটার স্ট্রাকচার বলো।

৬। Handshaking Protocol কি? কিভাবে কাজ করে?

৭। VPN এর নাম শুনছো? কি এটা?

৮। Rest API সম্পর্কে কি কি জানো?

৯। OSI লেয়ারের প্রতিটা লেয়ারের Data Unit গুলো বলো।

১০। SSL & TLS এর পূর্ণনাম বলো। কোন কোন পোর্ট ইউজ করে।

১১। GET & POST মেথডের পার্থক্য কি?

১২। Firewall কি কাজ করে? এটার ডিজাইন টা বলো।

১৩। BACH & BACPs এর পূর্ণরূপ বলো।

অতঃপর সালাম দিয়ে বিদায়।

এটা ব্যাংকে তথা সরকারি চাকরিতে আমার প্রথম ভাইভা ছিলো। ৭৫% এর এন্সার দিতে পারছিলাম।

RESULT: Not Selected (FAIL).

ফেইল তো ফেইলই, এমনই ফেইল যে ফাইনাল রেজাল্টের পর আরো ৩ টা প্যানেল(মেরিট সহ ৪ বার) দেওয়ার পরেও আমার রোল আসেনাই।

ব্যাংকে আসলে রিটেন মার্কসই আসল। ভাইভাতে ২৫ মার্কস যেটা খুব একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করেনা। রিটেন মার্কসই ডিফাইন করে কে জব পাবে আর কে পাবেনা।

অনেক ভালো ভাইভা দিয়েও খালি হাতে ফেরত এসেছে, আবার খুবই বাজে ভাইভা দিয়েও চাকরি পেয়েছে এমন হাজার উদাহরণ আছে।

সবার জন্যে শুভকামনা। ধন্যবাদ।

[এটা একদম শুরুর দিকের প্রথম ভাইভা ছিলো, তাই প্রশ্নের উত্তরগুলো গোছানো নেই, একটু কষ্ট করে গুগলে সার্চ দিয়ে জেনে নিয়েন।]

#Viva_BankIT

#ভাইভা_ব্যাংক_আইটি

Hellow Folks, Assalamualaikum.

প্রতিদিন ভাইভা অভিজ্ঞতার আজকে দ্বিতীয় পর্ব।

(২) Post: Officer - IT, Sonali Bank PLC. , No of Post: 14, Base Year: 2019

স্যার আসতে পারি? আসসালামু আলাইকুম।

স্যারঃ বসো। তোমার নাম কি?

আমিঃ অ্যাস্সারড

স্যারঃ কোথা থেকে পড়াশোনা করছেন?

আমিঃ অ্যাস্সারড

স্যারঃ তোমার রোল কত?

আমিঃ অ্যাস্সারড

স্যারঃ আচ্ছা বলোতো প্রোটোকল কি?

আমিঃ স্যার, প্রি ডিফাইন্ড কিছু সেটস অফ রুলস যেগুলার উপর ভিত্তি করে দুইটা এন্ড ডিভাইসের মধ্যে ডেটা ট্রান্সফার হয়। যেই রুলস রেগুলেশনের উপর ভিত্তি করে তারা ডেটা কোন মোডে, কোন পথে সেন্ড করবে সেই সব ডিটেইলস।

স্যারঃ আচ্ছা, বলোতো টপোলজি কি?

আমিঃ স্যার, একটা নেটওয়ার্কে ডিভাইস গুলো কিভাবে ইন্টারকানেক্টেড থাকে নিজেদের মধ্যে সেটাই টপোলজি। যেমনঃ মেশ, রিং।

স্যারঃ আর কি কি টপোলজি আছে?

আমিঃ স্যার মেশ, রিং, স্টার, বাস, হাইব্রিড, ট্রি।

স্যার ২ঃ মেশ ও রিং এর মধ্যে পার্থক্য কি?

আমিঃ স্যার, মেশ হলো এমন সিস্টেম যেখানে প্রত্যেকটা ডিভাইস প্রত্যেকের সাথে কানেক্টেড থাকে, অনেকটা ডেডিকেটেড। যদি n সংখ্যক ডিভাইস থাকে তাহলে তাদের কানেকশনের জন্য $n(n-1)/2$ সংখ্যক কেবল লাগবে। আর রিং হলো এই যে আমরা এখানে যেভাবে সবাই গোল টেবিলের মত বসে আছি। প্রত্যেকে ২জনের সাথে কানেক্টেড। এটাই রিং।

স্যার ২ঃ এই দুইটার কোনটার ডিজ্যাডভ্যান্টেজ কি?

আমিঃ স্যার মেশের মধ্যে অনেক কেবল লাগে যার ফলে কনফিগারেশন ও কস্টিং অনেক একটা ফ্যাক্টর। আর রিং এর মধ্যে কোনো সিকিউরিটি নাই। যেমন আমি যদি চেয়ারম্যান স্যারের কাছে ডেটা পাঠাইতে চাই তাহলে সেটা ইন্টারনালি আপনি সহ আরো ২ জনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, যার ফলে এখানে আসলে কোনো সিকিউরিটি থাকলোনা।

স্যার ২ঃ ছোটো একটা নেটওয়ার্কে সিকিউরিটি বাদ দেও, এবার বলো আর কি সমস্যা থাকতে পারে?

আমিঃ স্যার, যদি যেকোনো দুইটা ডিভাইসের মধ্যে কানেকশন কেবল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুরো নেটওয়ার্ক সিস্টেম টাই ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে।

স্যার ২ঃ গুড। আচ্ছা এবার বলোতো, নেটওয়ার্কে কয় ধরনের সুইচিং পড়ছে?

আমিঃ ৩ ধরনের। সার্কিট, প্যাকেট ও ম্যাসেজ।

স্যার ২ঃ সার্কিট ও প্যাকেটের পার্থক্য কি?

আমিঃ সার্কিট সুইচিং এ নোড গুলার মধ্যে কিছুটা প্রি এগ্রিমেন্ট থাকে যে তারা কোন পথ দিয়ে যাবে, কোন প্রোটোকল ইউজ করবে। অনেকটা স্ট্যাটিক সিস্টেম। অনেকটা আমাদের বাবা মা ছোটো বেলায় আমাদের শিখিয়ে দেয় যে আমরা কোন কাজ কিভাবে করা উচিত। আর প্যাকেটে টোটাল ডেটাকে ছোটো ছোটো খণ্ডে ভাগ করা যায় যেগুলো ডায়নামিক ভাবে যেকোনো পথে ডেস্টিনেশনে পৌছায়। শুধুমাত্র রাউটিং নম্বর ও ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস দেওয়া থাকলেই হবে। যেটা অনেকটা আমরা ম্যাচিউট হওয়ার পর অনেক ডিসিশন নিজের বুঝে শুনে নেই। ডায়নামিক প্রসেস।

স্যার ২ঃ একটু হেসে দিয়ে, আচ্ছা কোনটা বেটার?

আমিঃ স্যার অবশ্যই প্যাকেট সুইচিং।

স্যার ২ঃ আচ্ছা ATM নেটওয়ার্ক কি?

আমিঃ স্যার, অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সফার মোড নেটওয়ার্ক।

স্যার ২ঃ এটা কোথায় ব্যবহার করা হয়?

আমিঃ স্যার, মে বি যেখানে কোনো সিনক্রোনাসের দরকার হয়না। শিওর না।

স্যার ২ঃ তুমি শুরুটা করছো খুব সুন্দরমতো। গুছিয়ে শেষ করো অ্যাসারটা। যেখানে সিনক্রোনাসের দরকার হয়না মানে সেইম টাইপের নেটওয়ার্কে।

আমিঃ জ্বী স্যার।

চেয়ারম্যান স্যার আমায় পাঠিয়ে দিতে চাইতেছিলো, ওমনি একজন ম্যাডাম জিজ্ঞেস করতে চাইলো।

ম্যামঃ আচ্ছা বলোতো ১০ ই জানুয়ারি কিসের জন্যে বিখ্যাত?

আমিঃ ম্যাম, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস।

ম্যামঃ কার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস?

আমিঃ ম্যাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

চেয়ারম্যান স্যারঃ ঠিক আছে তুমি আসতে পারো।

আমি ধন্যবাদ ও সালাম দিয়ে বের হয়ে আসলাম।

Result: SELECTED

Merit: 1st (Merit অনুযায়ী ফাইনাল সিলেকশনে রোল পাবলিশ করেছিলো)।

যতগুলো চাকরীর পরীক্ষা দিছি, সবথেকে সেরা একটা রিটেন দিছিলাম এখানে। আমার ধারণামতে আমার মার্কস 155-160 এর মধ্যে থাকার কথা।

সবার জন্যে শুভকামনা।

#Viva_BankIT

#ভাইভা_ব্যাংক_আইটি

Hellow Folks, Assalamualaikum.

প্রতিদিন ভাইভা অভিজ্ঞতার আজকে তৃতীয় পর্ব।

(৩) Post: Assistant Network Engineer (SO-IT), Rupali Bank PLC. , No of Post: 60, Base Year: 2018

সালাম দিয়ে ভেতরে প্রবেশ। বোর্ডে সম্ভবত ৪ জন ছিলো।

ফর্মালিটিজ সমাপ্তির পর থেকে-

স্যারঃ কোন পোস্টে ভাইভা দিতে আসছো?

আমিঃ স্যার, Assistant Network Engineer (ANE).

স্যারঃ এই পোস্টের কাজ কি?

আমিঃ ব্রাণ্ডের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি সেটাপ করা, নিয়মিত চেক করা, হেড অফিসের সাথে কানেকশন মনিটর করা, কোনো ইস্যু ক্রিয়েট হলে ট্রাবলশুট করে সল্ভ করা, বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইস গুলো কনফিগারেশন ও মেইনটিনেন্স করা, নতুন এটিএম বুথ সেটাপকালীন টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান।

স্যারঃ প্র্যাক্টিকালি নেটওয়ার্কের কাজের অভিজ্ঞতা আছে? নাকি সবই থিওরেটিক্যাল?

আমিঃ প্র্যাক্টিকালি বলতে স্যার, আন্ডারগ্রেডে ভাসিটিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কোর্সে ল্যাবে ফিজিক্যাল একটা রাউটার আর সুইচে হালকাপাতলা কানেকশন দেখেছিলাম। এছাড়া আমি যেহেতু একটা ভাসিটিতে লেকচারার হিসেবে আছি এবং আমি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কোর্স করাই, তাই সেই সুবাদে প্যাকেট ট্রেসারে হালকাপাতলা কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে।

স্যারঃ নেটওয়ার্কিং এ নোড কি?

আমিঃ স্যার নোড হলো নেটওয়ার্ক এন্ড ডিভাইস। সেটা হতে পারে রাউটার, সুইচ, হাব বা যে কোনো কম্পিউটার বা

মোবাইল। মানে যেসব ডিভাইসের মধ্যে দিয়ে আমরা ডাটা এক্সচেঞ্জ করতে পারি, সেটাই নোড।

স্যারঃ আচ্ছা। সুইচিং কি?

আমিঃ সুইচিং হলো দুইটা কমিউনিকেশন ডিভাইসের মধ্যকার ডেটা এক্সচেঞ্জ পলিসি বা মেকানিজম। উদাহরণস্বরূপ, দুইটা সুইচের মধ্যে তারা নিজেদের মধ্যে ডাটা কিভাবে পাঠাবে, কোন পথ দিয়ে বা কোন প্রোটোকল দিয়ে পাঠাবে, এই সবকিছুই সুইচিং।

স্যারঃ কয় ধরনের সুইচিং রয়েছে?

আমিঃ প্রধানত ২ ধরনের। সার্কিট সুইচিং ও প্যাকেট সুইচিং। তবে অনেকে তৃতীয় আরেক ধরনের সুইচিং এর কথাও উল্লেখ করে সেটা হলো ম্যাসেজ সুইচিং।

স্যারঃ এদের পার্থক্য গুলো বলো। কোনটায় কি সুবিধা আছে সেটাও বলো।

আমিঃ সার্কিট সুইচিং এ দুইটা নোড আগে থেকেই নিজেরা ফিক্সড করে নেয় তারা কোন পথে বা কোন নোড দিয়ে ডাটা পাঠাবে। তাদের মধ্যে ডেডিকেটেড পথ থাকবে, যেটা অনেকটা প্রি এগ্রিমেন্টের মত। সেই স্ট্যাটিক পথ ছাড়া তারা ডাটা সেভ করতে পারবেনা। এই স্ট্যাটিক পথের মধ্যে কোনো নোড নষ্ট হয়ে গেলে তাদের পুরো সিস্টেম ফল করবে, কারণ তাদের পথ গুলো ফিক্সড করা তাই তারা নিজেরা কোনো পথ বের করতে পারবেনা। ম্যাসেজ সুইচিং ডাটা ট্রান্সফার করে স্টোর এন্ড ফরওয়ার্ড পলিসিতে। এখানে প্রতিটা নোড সম্পূর্ণ ম্যাসেজটা আগে স্টোর করে নিজের কাছে, তারপর তার পরের নোডে সম্পূর্ণ ম্যাসেজ সেভ করে। আর প্যাকেট সুইচিং এ নোড গুলো ডাটাকে ভাগ করে ছোটো ছোটো প্যাকেটে কনভার্ট করে স্বাধীনভাবে ডেস্টিনেশনে যেতে দেয়, প্রতিটা প্যাকেটে নান্বারিং থাকে যেন ডেস্টিনেশনে যেয়ে সিনক্রোনাইজ করতে পারে। অন্তঃমধ্যস্থ নোডে তারা যে কোনো পথ ব্যবহার করতে পারে। তারা ডায়নামিক। কানেকশন ওরিয়েন্টেডও হতে পারে, কানেকশন লেসও হতে পারে। এখানে যেহেতু এরা ডায়নামিক, তাই এখানে ডাটা লসের সম্ভাবনা কম। তাই আমার মতে এটারই সুবিধাজনক হওয়া উচিত।

স্যারঃ হেড অফিস থেকে ব্রাঞ্চার কানেকশনে কি কি ধরনের নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ইউজ করবা?

আমিঃ বিভিন্ন নেটওয়ার্ক টুলস ইউজ করা যায়। যেমন ফায়ারওয়াল, Intrusion Detective System(IDS), Intrusion Prevention System (IPS), এছাড়া বিভিন্ন ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদম ইউজ করা যায়। সেই সাথে প্রতিটা ডিভাইসে অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করা যেতে পারে।

স্যারঃ নেটওয়ার্ক লেয়ারের কাজ আর বিভিন্ন ডিভাইসের নাম বলো।

আমিঃ দুইটা আলাদা নেটওয়ার্কের মধ্যকার প্যাকেট ট্রান্সফার করা। এছাড়া এড্রেসিং, রাউটিং কাজ করা। আইপি এড্রেস নিয়ে যাবতীয় কাজ করা। এই লেয়ারের ডিভাইস হলো রাউটার, গেটওয়ে, লেয়ার থ্রি সুইচ।

স্যারঃ টপোলজির নাম শুনছো? কোন টপোলজিতে অসুবিধা বেশী? আমরা যে এখানে সবাই বসে আছি, এখানে কোন টপোলজি হবে সবাই পিসিতে বসলে?

আমিঃ বাস টপোলজিতে সেন্ট্রাল কানেকশন টা নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্ক ডেস্ট্রয় হবে। সেইম ভাবে স্টার টপোলজিতে সেন্ট্রাল ডিভাইস নষ্ট হলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক ডেস্ট্রয় হবে। সে এ দুইটা টপোলজিতেই সমস্যা বেশি। তবে, ফল্ট আইডেন্টিফিকেশনে বাস টপোলজিতে সময় বেশি লাগে স্টার থেকে। তাই বাস টপোলজির অসুবিধাই সবথেকে বেশি বলা যেতে পারে। আমরা এখানে সবাই অনেকটা রিং শেপে বসে আছি, তাই আমাদের এখানে রিং টপোলজি ক্রিয়েট হবে।

স্যারঃ এখানে আমাদের এই রুমে একদম শূন্য থেকে শুরু করে নেটওয়ার্ক কানেকশন দিতে পারবা? কেমনে দিবা?

আমিঃ স্যার এখানে সবার আগে একটা রাউটার লাগবে। সেই রাউটারের আন্ডারে একটা সুইচ লাগবে। এরপর এই দুইটা ডিভাইস কনফিগার করতে হবে। সুইচ থেকে কানেকশন কেবল নিয়ে প্রতিটা পিসিতে কানেকশন দিতে হবে। তারপর প্রতিটা পিসিতে রাউটার অনুযায়ী এই নেটওয়ার্কের আইপি বসাতে হবে, গেটওয়ে বসাতে হবে। তাহলেই সবগুলো পিসিতে নেট কানেকশন পাওয়ানো সম্ভব।

স্যারঃ আচ্ছা তুমি আসো।

সালাম দিয়ে প্রস্থান।

Result: SELECTED (Merit List not published)

এই সার্কুলারের জন্যে ল্যাব টেস্ট হয়েছিলো। যেখানে প্যাকেট ট্রেসারের কাজ এবং এসকিউএল করতে দিছিলো ল্যাবে। সাধারণত ল্যাব এক্স্যামে পাশ বা ফেইল (ইয়েস/নো) করানো হতো কিন্তু এই সার্কুলারের ল্যাবের মার্কস ফাইনাল রেজাল্টে যুক্ত হয়েছিলো। এজন্যে অনেকের রিটেন মার্কস ভালো থাকা স্বত্তেও ল্যাবে মার্কস কম থাকায় ফাইনালি সিলেক্ট হয়নাই। আবার অনেকে রিটেন এভারেজ দিয়েও ল্যাবে ভালো করে সিলেক্ট হয়েছিলো। (শিওর না, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা রিটেনের থেকে ল্যাবে ওনারা গুরুত্ব বেশি দিছিলো)।

এজন্যে রিটেন আমি এভারেজ দিয়েও(সর্বোচ্চ ৮০-৯০ এর মত হয়ত মার্কস থাকতে পারে) ল্যাবে ৪৫ পেয়েছিলাম (৫০ এর মধ্যে, মার্কস আমার সামনেই বসিয়েছিলো শিটে, তখন দেখতেই পেরেছিলাম) বিধায় সম্ভবত আমার চাকরি টা হয়েছিলো। ল্যাব দিয়েই ভাইভার আগেই আমি অনেকটা কনফিডেন্ট ছিলাম ল্যাবের মার্কসের কারণে। এজন্যে ভাইভাটা খুবই ভালো হয়েছিলো।

সবার জন্যে শুভকামনা।

#Viva_BankIT

#ভাইভা_ব্যাংক_আইটি

Hellow Folks, Assalamualaikum.

প্রতিদিন ভাইভা অভিজ্ঞতার আজকে চতুর্থ পর্ব।

(4) Post: Assistant System Administrator(SO-IT), Janata Bank PLC. , Number of Post: 10, Base Year: 2019

Serial: 08

সালাম দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

স্যারঃ কোথা থেকে পাশ করছো?

আমিঃ xUET

স্যারঃ xUET এর ফুল মানে কি

আমিঃ x ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং & টেকনোলজি

স্যারঃ কত সালে পাশ করছো?

আমিঃ স্যার, ২০১৯ এ

স্যারঃ এখন তাহলে কি করো?

আমিঃ স্যার, একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে আছি

স্যারঃ নাম কি?

আমিঃ Y ইউনিভার্সিটি

স্যারঃ আরে Y ইউনিভার্সিটি তো ভালো। আপনি হঠাৎ শিক্ষকতার মহান পেশা রেখে ব্যাংকে চাকরি করতে চান কেনো?

আমিঃ স্যার ওইটা প্রাইভেট চাকরি

স্যারঃ তাহলে এইটা কিসের চাকরি? ব্যাংকের মালিক কে?

আমিঃ স্যার এটা রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক

স্যারঃ হুম, মানে সরকার মালিক! পাশের থেকে আরেক স্যার বলতেছে "সরকারি চাকরিতে সিকিউরিটি আছে, আর প্রাইভেটে নাই, তাইনা?"। আরেকজন স্যার বলছে "এমনেই মানুষ প্রাইভেট চাকরি করতে চায়না, আর এখন করোনা এসে আরো যেই হিন্টস দিয়ে গেলো" (সবাই হাসাহাসি করলো)